47

দৈনিক সংবাদ

তারিখ 18-MAR 1997
পৃষ্ঠা 7 কলাম ৮

প্রশ্নপত্র ফাঁসের নামে চলছে ভুয়া প্রশ্নপত্রের ব্যবসা

❑ সিদ্ধান্ত ঃ বাকি পরীক্ষা সময়সূচি অনুযায়ী হবে

নিজস্ব বার্তা পরিবেশক ॥ চলতি এসএসসি পরীক্ষার প্রশ্ন ফাঁসের নামে এখন বিভিন্ন স্থানে ভুয়া প্রশ্নপত্র বিক্রি শুরু হয়েছে। এসব প্রশ্ন কিনে পরীক্ষার্থীরা পড়ছে বিভ্রান্তিতে।

গতকাল সোমবার কৃষি শিক্ষা ও গার্হস্থ্য অর্থনীতি পরীক্ষার যে প্রশ্নপত্র আগের দিন বাজারে বিক্রি হয়েছে তার সাথে মূল প্রশ্নের কোন মিল পাওয়া যায়নি। প্রশ্ন ফাঁসের নামে প্রকাশিত ভুয়া প্রশ্ন কিনে রাত জেগে তা অনুশীলন করার পর অনেকেই পরীক্ষা কেন্দ্রে গিয়ে মাথায় হাত দিয়েছে।

ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান প্রফেসর আমানুল্লাহ এ সম্পর্কে বলেন, প্রশ্ন ফাঁসের ব্যাপক প্রচারণার সুযোগে একটি অশুভ চক্র ফায়দা লোটার জন্যে ভুয়া প্রশ্নপত্র ফটোকপি করে বিক্রি করছে। তিনি দেশের সাড়ে ৭ লাখ পরীক্ষার্থী ও সংশ্লিষ্ট অভিভাবকদের এ থেকে সতর্ক থাকার আহ্বান জানান। তিনি বলেন, অন্য কোন দুর্ঘটনা না ঘটলে অন্য পরীক্ষাগুলো ঠিকমতই হবে। ১৯শে মার্চ সমাজ বিজ্ঞান ও সাধারণ বিজ্ঞান পরীক্ষা রয়েছে। গতকাল শান্তিপূর্ণভাবে পরীক্ষা অনুষ্ঠানের খবর পাওয়া গেছে। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের এক সূত্র জানায়, প্রশ্ন ফাঁসের ঘটনা নিয়ে আজ মঙ্গলবার সকালে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সাথে ৫টি বোর্ডের চেয়ারম্যানদের একটি বৈঠক অনুষ্ঠিত হবে। অন্যান্য বোর্ডের চেয়ারম্যানদের ঢাকায় আসার জন্যে ফ্যাক্স পাঠানো হয়েছে।

ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের উর্ধ্বতন এক সূত্র জানায়, প্রশ্ন ফাঁসের সাথে জড়িতদের ধরিয়ে দেয়ার জন্যে যে পুরস্কার ঘোষণা করা হয়েছে সে ব্যাপারে বিভিন্ন স্থান থেকে সাড়া পাওয়া যাচ্ছে। অনেকেই টেলিফোন করে প্রশ্ন ফাঁসের নানা সূত্রের খবর দিচ্ছেন। তবে টাকা পাওয়ার লোভে নয়, দায়িত্ববোধ থেকে তারা এ খবর দিচ্ছেন বলে জানিয়েছেন।

বোর্ডের অপর এক সূত্র জানায়, ইংরেজি দ্বিতীয় পত্রের স্থগিত পরীক্ষা এপ্রিল মাসের প্রথম সপ্তাহে নেয়া হতে পারে। এ ব্যাপারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হয়নি। সূত্র আরো জানায়, ২০শে মার্চ জেলা প্রশাসকদের কাছে এসএসসি'র নতুন এক সেট প্রশ্ন যাবে। এই প্রশ্নপত্র ইংরেজি দ্বিতীয় পত্রের অথবা ২২শে মার্চ অনুষ্ঠিতব্য অংক পরীক্ষার প্রশ্ন কিনা এ সম্পর্কে সূত্র কোন মন্তব্য করতে রাজি হয়নি। বাজারে এখনো জোর গুজব রয়েছে অংক পরীক্ষার প্রশ্ন ফাঁস হয়ে গেছে। শিক্ষা বোর্ড এ সম্পর্কে এখনো কোন তথ্য জানায়নি। এসএসসি'র প্রশ্ন ফাঁসের ঘটনা তদন্তের জন্যে গঠিত কমিটি কার্যক্রম শুরু করেছে বলে মন্ত্রণালয়ের সূত্র জানিয়েছে।

গতকাল মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডের এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, এসএসসি'র অবশিষ্ট পরীক্ষাগুলো বোর্ডের নির্ধারিত সময়সূচি অনুযায়ী যথারীতি অনুষ্ঠিত হবে। তবে প্রশ্নপত্র ফাঁসের বিষয়ে সুনির্দিষ্ট কোন তথ্য পেলে তাৎক্ষণিকভাবে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করে প্রচার মাধ্যমে জনসাধারণকে জানানো হবে।